গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১০.২৩-১৪১

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ / ১৬ মে ২০২৪

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১২/১০/২০২৩ খ্রি: দুপুর ১.০০ ঘটিকায় অনুমতি ব্যতীত বহিরাগত একজন ব্যক্তি নিয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এর কক্ষে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কর্তৃক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শনকালে তিনি মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে পরিচালক (প্রশাসন) ও উপপরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে জরুরি কথা আছে মর্মে পরিচালক (প্রশাসন) এর কক্ষে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর কথা শুনার জন্য পরিচালক প্রশাসনের কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি তাঁর দাখিলকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) তাঁর আবেদনটি উর্ধ্বগামী করার বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় বলে জানালে তাঁর আলাদা কর্তৃপক্ষ রয়েছে এবং বিষয়টি তাঁদের জানাতে হবে বলে চেঁচামেচি করেন। তাঁকে পরিচালক (প্রশাসন) ও উপপরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক বার বার নিবৃত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তা অব্যাহত রেখে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এর দিকে তেড়ে এসে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কক্ষ ত্যাগ করতে চাইলে পথরোধ করে দাঁড়ান। তিনি অব্যাহতভাবে চিৎকার করতে থাকেন এবং মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে প্রাণনাশের হুমকি দেন। উক্ত সময়ে পরিচালক (প্রশাসন) তাঁকে সীমালঙ্ঘন না করার জন্য বললেও তিনি তা কর্ণপাত না করে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে ধাক্কা দেন এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন মর্মে ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা পত্র মারফত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ২৬/১২/২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১০.২৩-৩২৭ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ৩০/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৪/০৪/২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

০৪। সেহেতু, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং অপরাধের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড-৫: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- টাকা স্কেলে বর্তমান প্রাপ্ত মূল বেতন ৬৬,৮৪০/- (ছিষট্টি হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর এক ধাপে' ৬৩,৯৬০/- (তেষট্টি হাজার নয়শত ষাট) টাকা মূলবেতনে অবনমিতকরণ সূচক 'লঘুদন্ড' প্রদান করা হলো। দন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- টাকার স্কেলে ৬৩,৯৬০/- (তেষট্টি হাজার নয়শত ষাট) টাকা হতে বেতন প্রাপ্য হবেন। এ দন্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দন্ড বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। তিনি কোন ধরণের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৫। তবে শর্ত থাকে যে, ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৭/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলার দন্ডের মেয়াদ শেষ হবার পর থেকে এই দন্ড কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

১৬/৫/২০২৪

(মোহাং সেলিম উদ্দিন)
সচিব

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১০.২৩-১৪১/১(২২)

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ / ১৬ মে ২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
০২. পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
০৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে তথ্যাদি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
০৫. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৬. ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৮. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পিআইএস এ তথ্যাদি হালনাগাদকরণের অনুরোধসহ)।
১১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬.০৫.২৪

(শেখ কামরুল হাসান)
উপসচিব